যুগান্তর

তারিখ 29 JUN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

দেশের ২৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিজমার হিসাব চেয়েছে সরকার

সাত দিনের মধ্যে দাখিলের নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের ২৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি-জমার হিসাব চেয়েছে সরকার। বর্তমানে কতটুকু জমি তারা ব্যবহার করছে, কোন জমি বেদখল আছে কিনা, থাকলে কারা করেছে ও কি অবস্থায় ইত্যাদি জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে হিসাব চেয়ে পত্র পাঠানো হয়েছে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে এ হিসাব দাখিল করতে হবে।

সূত্র জানায়, নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বেদখল হয়ে যাওয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি উদ্ধারে সরকার সহায়তা দেবে। সাম্প্রতিক সময়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে জমি-জমার পুরনো হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে এ নির্দেশনা এসেছে। ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে একযোগে ওই পত্র দেয়া হয়। প্রথমে ২৬ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ সম্পর্কিত একটি চিঠি দেয়া হয়। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৮ মে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) চিঠি দেয়। সর্বশেষ ২২ জুন ইউজিসি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে এ পত্র দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬ জুন পত্রটি পৌঁছে।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে দেয়া চিঠিতে বলা হয়, পত্র-পত্রিকায় প্রায়শই সরকারি জায়গাজমি বেদখল হওয়া এবং দখলমুক্ত করা সরকারি সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই সরকারি জমি রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থার মালিকানায় যেসব সরকারি জমি রয়েছে তার একটি হালনাগাদ ইনভেন্টরি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া যেসব সংস্থার সরকারি জমি ইতিমধ্যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অবৈধ দখলে চলে গেছে সেসব জমি দখলমুক্ত করার জন্যও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেদখলে আছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮০ একর জমি বেহাত হয়ে গেছে। নতুন ভবন তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন জমি নেই। যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে রাজধানীর পূর্বাচলে।

জানা গেছে, ৬৪০ একর জমি নিয়ে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি বিভাগে ৮৭৭ জন ছাত্র এবং ৬০ জন শিক্ষক ছিল। ৮৭ বছর পর বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৪শ'র অধিক, ছাত্রছাত্রী প্রায় ৩৫ হাজার, বিভাগ ৪৯টি, ইন্সটিটিউট ৯টি, ব্যুরো ও গবেষণা কেন্দ্র ১৯টি এবং আবাসিক হল ১৮টি। অর্থাৎ গত ৮৭ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০ গুণ, আর শিক্ষকের সংখ্যা ২৩ গুণ বেড়েছে। তবে কমে গেছে জমির পরিমাণ। সরকারের হুকুম দখল করা ৫৭ একরসহ ১২০ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭ বছরেও ফেরত পায়নি। বর্তমানে কাগজপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬০ একর জমি আছে। তবে এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জায়গায় গড়ে উঠেছে অবৈধ বসতি।

জানা গেছে, শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক মুসলিম হলের পার্শ্বে ছাত্রীদের জন্য এক হাজার আসনের একটি হল নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। ওই স্থান থেকে অবৈধ স্থাপনা ও বসবাসকারীদের উচ্ছেদ না করায় ওই স্থানে হল নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উত্তর পার্শ্বে এক সরকারি কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখল করে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। তাকে বিভিন্ন সময় স্থাপনা উচ্ছেদের নোটিশ দিলেও আজ পর্যন্ত তিনি বহাল তবিয়তে থেকে যাচ্ছেন। রোকেয়া হলের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখল করে দেয়া হয়েছে স্টুডিও। কোষাধ্যক্ষ ও স্টাফ অফিস থেকে বারবার নির্দেশ দিলেও তা সরানো সম্ভব হচ্ছে না।

সূত্র জানিয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আবাসিক হল এখন বহিরাগতদের দখলে। হলগুলো হল— আবদুর রহমান হল, আনোয়ার শফিক হল, শাহাবুদ্দিন হল, কুর্মিটোলা হল, অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান হল, বজলুর রহমান হল, নজরুল ইসলাম হল, এরশাদ হল, বাণী ভবন হল, শহীদ আজমল হোসেন হল, রউফ মজুমদার হল, সাইদুর রহমান হল বর্তমানে বেদখলে আছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে গড়ে উঠেছে বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সূত্র জানিয়েছে, রাজনৈতিক সরকারের ছত্রছায়ায় এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি ব্যাপক হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেদখল হয়ে আছে। কর্তৃপক্ষ এসব জমি উদ্ধারে উদ্যোগ নিলেও নানা জটিলতায় তা উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু জমিতে গড়ে উঠেছে অবৈধ বসতি।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেদখল হয়েছে। এসব জমি উদ্ধারে চেষ্টাও করা হয়েছে। তিনি বলেন, শহীদুল্লাহ হলের পাশে একটি ছাত্রী হল নির্মাণের সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তবে অবৈধ স্থাপনা ও বসতি উচ্ছেদ না হওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা সম্ভব হলে অবিলম্বে হল নির্মাণের কাজ শুরু হবে।